স্বার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে...
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে

একুশের অনুষ্ঠান

আয়োজনে

সম্প্রীতি ফোরাম ও বাংলাদেশ স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন

১৪ ফাল্গুন, ১৪১৭ (২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১১), শনিবার সন্ধ্যা ৫টা
জি ১০৭ ক্যাডওয়েল হল
নর্থ ক্যারোলাইনা ষ্টেট ইউনিভার্সিটি

যে কোন জাতি-সত্তার প্রধান চারটি স্তম্ভ হচ্ছে তার বর্ণ, ভাষা, ধর্ম, আর ভৌগলিক সীমারেখা। মায়ের ভাষায় কথা বলার মৌলিক অধিকার নিয়েই মানুষের জন্ম। অথচ সেই অধিকার আমাদের অর্জন করতে হয়েছে রক্ত দিয়ে। সেই ১৯৪৮ সাল থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠি চেয়েছিল উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জনগোষ্ঠির উপর চাপিয়ে দিতে। প্রতিবাদে রুখে দাঁড়িয়েছিল বাঙালি। যাতকের বুলেট স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল প্রাণের দাবি "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।" বায়ান্ন'র একুশে ফেব্রুয়ারীতে সালাম, বরকত, রফিক, শফিউর, জব্বার আর অহিউল্লার রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল ঢাকার রাজপথ। ফাল্গুনের কৃষ্ণচূড়ার লাল রং বড় ম্লান হয়ে পড়েছিল সেদিন। নেমে এসেছিল কৃষ্ণপক্ষের আঁধার বাংলাদেশের আকাশে। কিন্তু স্বৈরাচারের নিপীড়ণ দমাতে পারেনি বাঙালিকে- বাঙালির দাবির কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছিল পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠি। শাসক গোষ্ঠি বাধ্য হয় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে। বায়ান্ন'র একুশের রক্তস্নাত কৃষ্ণপক্ষ বাঙালিকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। একুশের চেতনা রূপ পায় জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে। কৃষ্ণপক্ষ কেটে যায় বাংলাদেশের আবির্ভাবে, ধান শালিকের ছন্দবদ্ধ নৃত্যে, সোনালী ধানের ঢেউয়ে, আর আমার সোনার বাংলায় প্রাণ মাতানো সুরে। একুশ আমাদের বড় গৌরবের, বড় অহঙ্কারের। একুশ আমাদের সত্তা। আমাদের বেঁচে থাকার প্রেরণা। একুশের চেতনার পথ ধরে যেন আমরা চিনে নিতে পারি নিজেদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, আর শেকড়কে। যেন আত্মগৌরবে নিজেদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারি বিশ্ব-সমাজে। সেই সাথে যেন ভুলে না যাই বাংলা, বাঙালিত্ব, এবং বাঙালিয়ানা। আর এই সবকিছুকে সামনে রেখেই আজকের এই অনুষ্ঠানের আয়োজন।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপ্রবাহ

১৭৭৮- বৃটিশ লেখক ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হেলহেড কর্তৃক বাংলাকে ফার্সীর পরিবর্তে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব

১৯৪৭ সেপ্টেম্বর ০১- তমুদ্দুন মজলিস প্রতিষ্ঠিত, সংগঠিত প্রক্রিয়ায় ভাষা আন্দোলনের সূচনা

১৯৪৭ নভেম্বর ০৫- প্রথম প্রকাশ্য জনসভায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থাপিত

১৯৪৭ নভেম্বর ১৪- তমুদ্দুন মজলিস কর্তৃক রাষ্ট্রভাষার প্রথম স্মারকলিপি

১৯৪৭ ডিসেম্বর ০৬- বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে প্রথম ছাত্রসভা

১৯৪৭ ডিসেম্বর ৩০- রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন

১৯৪৮ ফেব্রুয়ারী ২৩- পাকিস্তান গণপরিষদে উর্দু ও ইংরেজীর সাথে বাংলাকে পরিষদের রাষ্ট্রভাষা করার ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়

১৯৪৮ মার্চ ১১- রাষ্ট্রভাষা বাংলা দাবিতে প্রথম হরতাল

১৯৪৮ মার্চ ১১- রেসকোর্স ময়দানের ভাষণে জিন্নাহ বাংলাকে পূর্ববাংলার সরকারী ভাষা করার দায়িত্ব এ অঞ্চলের জনগণের উপর ছেড়ে দিয়ে উর্দুকে সমগ্র পাকিস্তানের ভাষা করার ঘোষণা দেন

১৯৫০ সেপ্টেম্বর ২৮- গণ-পরিষদে লিয়াকত আলী খান পেশকৃত পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের মূলনীতিতে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করা হয়

১৯৫১- পশ্চিম পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলাকে পর্যায়ক্রমে বিতারণ করা হয়

১৯৫১ ফেব্রুয়ারী ২৩- আগা খান কর্তৃক আরবীকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব

১৯৫১ মার্চ ১১- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন

১৯৫২ জানুয়ারী ৩১- সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন

১৯৫২ ফেব্রুয়ারী ০৪- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ডাকে ছাত্র ধর্মঘট

১৯৫২ ফেব্রুয়ারী ০৬- সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রথম বৈঠকে ২১ ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রভাষা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত

১৯৫২ ফেব্রুয়ারী ২০- ১৪৪ ধারা জারি করে একমাসের জন্য সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়

১৯৫২ ফেব্রুয়ারী ২১

১৯৫৬ ফেব্রুয়ারী ১৬- পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ও উর্দুকে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ

সূত্র: রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ঘটনা প্রবাহ ও প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ: এম.এ.বার্ণিক, এ.এইচ.পাবলিশিং হাউজ, ২০০৫